“আমার প্রতি এমন আয়াত নাযিল হয়েছে, যা সমগ্র দুনিয়া থেকে আমার কাছে অধিক প্রিয়”।

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হুদাইবিয়াহ্ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন এ আয়াত নাযিল হলো: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ} إلى قَوْلِهِ {فَوْزًا عَظِيمًا} [الفتح: ١-٥] "নিশ্চয় আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়, যেন আল্লাহ তোমার ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন ... মহা সাফল্য" পর্যন্ত (সূরা ফাতহ : ১-৪), তখন তাদের সব দুঃখ-বেদনা ক্ষোভে পূর্ণ ছিল। আর হুদাইবিয়াতেই (কুরবানীর) পশুগুলো কুরবানী করা হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “আমার প্রতি এমন আয়াত নাযিল হয়েছে, যা সমগ্র দুনিয়া থেকে আমার কাছে অধিক প্রিয়”।

[সহীহ] [ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন]

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, যখন আল্লাহর নিম্নের বাণী আল্লাহর রাসূলের উপর অবতীর্ণ হল: “নিশ্চয় আমরা আপনাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়। যেন আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং আপনার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন। আর আপনাকে সরল পথের হেদায়াত দেন এবং আল্লাহ আপনাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন। তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেছেন [১] যেন তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি করে নেয় [২]। আর আসমানসমূহ ও যমীনের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ্ হলেন সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা। যাতে তিনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে প্রবেশ করান জান্নাতে, যার নিচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপসমূহ মোচন করবেন; আর এটাই হলো আল্লাহর নিকট মহাসাফল্য”। [আল-ফাতহু:১-৫] হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসার সময়। সাহাবীরা দুঃখ ও হতাশায় ভরে যান এবং তাদের পরস্পরের মাঝে সম্পাদিত শান্তি চুক্তি এবং তাদের ধারনার কারণে যে এটি মুসলিমদের স্বার্থে নয়। কারণ তারা উমরাহ পালন করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। আর তারা হুদাইবিয়ায় কুরবানীর পশু জবাই করেছেন, তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমার উপর এমন একটি আয়াত নাজিল হয়েছে যা আমার কাছে সমগ্র পৃথিবীর চেয়েও প্রিয়। তারপর তিনি তা পাঠ করলেন।

http://sunnah.global/hadeeth/bn/show/65787